رُكُوعُهَا ١ এক তার রুকু	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ সূরা আলফাতিহা মক্কী	آيَاتُهَا ٧ সাত তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ①	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ ②
সকল প্রশংসা	আল্লাহরই জন্য	(যিনি) রব	সারা জাহানের	অশেষ দয়াবান	অতীব মেহেরবান

مٰلِكِ	يَوْمِ	الدِّيْنِ ③	اِيَّاكَ	نَعْبُدُ	وَ	اِيَّاكَ
মালিক	দিনের	বিচারের	তোমারই (শুধু)	আমরা এবাদত করি	এবং	তোমারই (কাছে শুধু)

نَسْتَعِيْنُ ④	اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيْمَ ⑤
সাহায্য চাই আমরা	আমাদেরকে দেখাও	পথ	সরল সঠিক

১. সকল প্রশংসা[১] একমাত্র আল্লাহতা'আলারই জন্যে যিনি সারাজাহানের রব[২]।
২. যিনি দয়াময় মেহেরবান। ৩. বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা তোমারই এবাদত করি[৩] এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সঠিক.দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর।

১। আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাগণকে (দাসদের) এই সূরা ফাতিহা এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর বান্দাগণ প্রার্থনা-স্বরূপ এ সূরা তাঁর সমীপে পেশ করুক।

২। আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়ঃ ১- মালিক, প্রভু, মনিব; ২-লালন-পালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী; ৩- আদেশ-দাতা, বিধান-দাতা, শাসক, বিচারকর্তা, কার্য নির্বাহক, শৃংখলা বিধায়ক। আল্লাহতা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

৩। 'এবাদত' শব্দটিও আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ১-পূজা, উপাসনা; ২- আনুগত্য, আদেশ পালন; ৩-দাসত্ব, গোলামী।

صِرَاطَ	الَّذِيْنَ	اَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ ۙ	غَيْرِ
পথ (ঐসব লোকের)	যাদেরকে	তুমি নেয়ামত দান করেছ	তাদের উপর	নয় (পথ)

الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	الضَّآلِّيْنَ ۝
অভিশপ্তদের	যাদের উপর (গজব পড়েছে)	আর	না	পথভ্রষ্টদের

৬. ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

৭. যারা অভিশপ্ত নয় পথভ্রষ্ট নয়[৪]।

৪। বান্দাহর এ প্রার্থনারই উত্তর হচ্ছেঃ সমগ্র কোরআন । দাস আপনার প্রভুর কাছে পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করছে, আর প্রভু তাঁর দাসের সে প্রার্থনার উত্তরে তাকে এ কোরআন দান করছেন।
*[এখানে ঐলোকেদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর অভিশাপ পড়েছে]

رُكُوعَاتُهَا ٤٠ — রুকু ৪০

(٢) سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ (٨٧)

সূরা। আলবাকারা মাদানী

اٰيَاتُهَا ٢٨٦ — আয়াত ২৮৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীবমেহেরবান

الٓمّٓ ۚ (١) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ (٢)

আলিফ লা-ম মী-ম / (এটা) সেই / মহাগ্রন্থ (আল্লাহর) / নেই / কোন সন্দেহ / তারমধ্যে / হেদায়াত (সৎপথনির্দেশ) / মুত্তাকীদের জন্য

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

যারা / বিশ্বাস করে / অদৃশ্যকে / এবং / প্রতিষ্ঠিত করে / নামায / ও / তা হতে যা / তাদের আমরা রিযিক দিয়েছি

يُنْفِقُوْنَ ۙ (٣)

তারা খরচ করে

১. আলীফ লা-ম মী-ম[১]।

২. ইহা আল্লাহতা'আলার কিতাব, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকী'দের জন্যে।

৩. যারা গায়েবে[২] (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে[৩], আমরা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

১।এরূপ "হরূফে মুকাত্তা'আত"- বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার সূচনাতে আছে। তফসীরকারগণ (কোরআনের ব্যাখ্যাতাগণ) এগুলির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন অর্থে তাঁরা ঐক্যমত নন। এগুলির অর্থ জানাও আবশ্যক নয়। কেননা এগুলির অর্থ না জানার জন্য কোরআন থেকে হেদায়াত হাসেলের (পথ - নির্দেশ গ্রহনের) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনা।

২। "গায়েব" - 'অদৃশ্য' বলতে বুঝানো হচ্ছে- সেই সমস্ত সত্যকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে গুপ্ত আছে। যা' সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনোও প্রত্যক্ষ ভাবে আসে না যথাঃ আল্লাহতা'আলার সত্তা ও গুণ; ফেরেশতাগণ; আল্লাহর প্রত্যাদেশ-বাণী; জান্নাত (স্বর্গ); জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতি।

৩। "নামায কায়েম" করার অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগত ভাবে নামায আদায়করা নয়। বরং এর অর্থ সমষ্টিগতভাবে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করে; কিন্তু যদি সেখানে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জাম'আতের সাথে এই ফরয আদায়ের- এই অবশ্যপাল্য কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

যা এবং তোমারপ্রতি নাজিলকরা হয়েছে ঐসবে যা বিশ্বাস করে যারা এবং

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

দৃঢ়বিশ্বাস রাখে তারা আখেরাতের উপর এবং তোমার পূর্বে নাযেলকরা হয়েছে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

কল্যাণ লাভকারী যারা তারাই (ঐসব লোক) এবং তাদের রবের পক্ষ হতে সত্যপথের উপর তারাই (প্রতিষ্ঠিত)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ

নাই অথবা তাদের তুমি সতর্ক কর কি তাদের জন্যে বরাবর কুফরী করেছে যারা নিশ্চয়

تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى

উপর এবং তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহরকরে দিয়েছেন তারা ঈমান আনবে না তাদেরকে সতর্ক কর তুমি

سَمْعِهِمْ ۭ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ

আযাব তাদেরজন্যে রয়েছে এবং পর্দা (দিয়েছেন) তাদের দৃষ্টিসমূহের উপর এবং তাদেরশ্রবণশক্তির

عَظِيْمٌ ۝٧

কঠিন

৪. যে কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

৫. বস্তুতঃ এই ধরনের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলি) মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ককর আর নাইকর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান,- তারা কখনই ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির উপর 'মোহর' করে দিয়েছেন[৪] এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ পড়েছে; বস্তুতঃ তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৪ ।এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন সে জন্য তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী বিষয়গুলি অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কোরআন- প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যবিধ পথ পছন্দ করেছিল, সেজন্য আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ

দিনের উপর ও আল্লাহর উপর আমরাঈমান এনেছি বলে যারা লোকদের মধ্যহতে এবং (এমনও আছে)

الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ﴿۸﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা ও আল্লাহকে তারা প্রতারিত করতে চায় ঈমান আনবে তারা না অথচ আখেরাতের

اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ؕ﴿۹﴾

তারা অনুভব করে না এবং তাদেরনিজেদের কে এছাড়া তারাপ্রতারিতকরে না কিন্তু ঈমানএনেছে

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

আযাব তাদেরজন্যে রয়েছে এবং (তাদের) ব্যাধি আল্লাহ তাদেরকে বাড়ালেন(আরও) তাই ব্যাধি (আছে) তাদেরঅন্তর মধ্যে সন্দেহের

اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا

না তাদেরকে বলা হয় যখন এবং তারা মিথ্যা বলত এজন্যে যে কষ্টদায়ক

تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

সংশোধনকারী আমরা মূলতঃ তারাবলে যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো

রুকু-২

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, আমরা খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করতে চায় মাত্র। কিন্তু মূলতঃ তারা নিজদেরকেই প্রতারিত করে। যদিও সে সম্পর্কে তাদের কোনই চেতনা নেই।

১০. তাদের মনে একটি রোগ রয়েছে, যে রোগকে আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন[৫], আর তারা যে মিথ্যাকথা বলে, তার প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. তাদেরকে যখনি বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তখনি তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।

৫। "ব্যাধি"র অর্থ কপটতার ব্যাধি। এবং "আল্লাহতা'আলা এই ব্যাধি বৃদ্ধি করেদেন" – এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ কপট ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করেন না, তাকে ঢিল দিতে থাকেন, আর কপট ব্যক্তি অধিকতর কপট হতে থাকে।

ع ١٥

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো না এবং আমার শোকর কর এবং তোমা আমি দেরকে স্মরণ করব আমাকে স্মরণকর কাজেই তোমরা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ

নিশ্চয় নামাজ (দ্বারা) ও ধৈর্যদ্বারা তোমরা সাহায্য চাও ঈমান এনেছ যারা ওহে

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

পথে নিহত হয় (তাদেরকে) যারা তোমরা বলো না এবং সবরকারীদের সাথে আল্লাহ (আছেন)

اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ

তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব আমরা এবং তোমরা অনুভব কর না কিন্তু তারা জীবিত বরং তারা মৃত আল্লাহর

بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ

ধনসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষুধা ও ভয় যেমন কিছু জিনিষ দিয়ে

وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

(ঐসব) সবরকারীদের সুসংবাদ দাও এবং ফল ফসলাদির ও জীবনের ও

---

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণে রাখ, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব এবং আমার শোকর আদায় কর, (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন কর) আমার নিয়ামতের কুফরী করোনা (আমার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা)।

রুকু:১৯

১৫৩. হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সংগে রয়েছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত; কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।

১৫৫. আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করে , তাদের সুসংবাদ দাও।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ

যারা যখন তাদের উপর এসে পড়ে কোন মুসিবত (তখন) তারাবলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্যে ও নিশ্চয় আমরা

اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ

তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ঐসব লোক তাদের উপর (রয়েছে) বিপুল অনুগ্রহ তাদের রবের পক্ষহতে এবং

رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ الصَّفَا

দয়া এবং ঐসব লোক তারাই সঠিকপথ প্রাপ্ত নিশ্চয় সাফা

وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ

ও মারওয়া অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর নিদর্শন সমূহের কাজেই যে হজ্জ করবে (কাবা) ঘরের বা ওমরা করবে

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ

সেক্ষেত্রে নাই কোন গুনাহ তার উপর দৌড়াতে তার দুইয়ের (মাঝে) আর যে কেউ স্বেচ্ছায় করে কোন কল্যাণ

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

নিশ্চয় তবে আল্লাহ (তার) মূল্যদানকারী খুব অবহিত

১৫৬. এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে-আমরা আল্লাহরই জন্যে, আল্লাহর নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৫৭. তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের খোদার নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; খোদার রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।

১৫৮. নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে[৫০], এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তাদের পক্ষে কোন পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার মূল্য দান করবেন।

৫০. যিল-হজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলিতে কাবা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্জ' বলা হয়। আর এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'উমরা' বলা হয়।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ

আর তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না চিরন্তন (শাশ্বত সত্তা) চিরঞ্জীব তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আল্লাহ

لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ

পৃথিবীর মধ্যে আছে যা কিছু এবং আসমানসমূহের মধ্যে আছে যা কিছু তাঁরই জন্যে ঘুম না

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا

যা(আছে) তিনি জানেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে যে সে (এমন) কে

بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ

তারা আয়ত্ব করতে পারে না এবং তাদের পিছনে যাকিছু এবং তাদের সামনে

بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ

তাঁর (কর্তৃত্ব) আসন বিস্তৃত তিনি চান যা এছাড়া তাঁর জ্ঞান হতে সামান্য কিছুও

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ

এবং এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না এবং পৃথিবীতে ও আসমান সমূহে

هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

মহান সর্বোচ্চ (সত্তা) তিনি

২৫৫. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের (লোকদের) সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন; আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে হতে কোন জিনিসই তাদের (লোকদের জ্ঞান-সীমার) আয়ত্বাধীন হতে পারেনা। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর সাম্রাজ্য[৮৮] সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।

৮৮.মূল শব্দ- 'কুরসী' । এ শব্দ সাধারণতঃ রাষ্ট্র-শক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ

অতঃপর মাফ করবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | তিনি আযাব দেবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | আল্লাহ

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ

সব | উপর | কিছুর | ক্ষমতাবান | ঈমান এনেছে | রসূল | ঐ বিষয় যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তার প্রতি | তার রবের | পক্ষ হতে | এবং | মোমেনরাও | সবাই | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর

وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

ও | তাঁর ফেরেশতাদের | ও | তার গ্রন্থ গুলোর | এবং | তাঁর রসূলদের (উপর) | (তারা বলে) না | আমরা পার্থক্যকরি | মাঝে | কারও

مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ

মধ্যেহতে | তাঁর রসূলদের | এবং | তারা বলে | আমরা শুনলাম | এবং | আমরা মানলাম | তোমার কাছে ক্ষমা (চাই)

رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا

এবং হে আমাদের রব | তোমারই কাছে | প্রত্যাবর্তন হবে | না | কার্যভার দেন | আল্লাহ | কোন ব্যক্তিকে | এছাড়া যা

وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ

তার সামর্থ (আছে) | তার জন্যে আছে | যা (পূণ্য) | সে অর্জন করেছে | এবং | তার বিরুদ্ধে | যা (পাপ) | সে অর্জন করেছে

অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এটা তাঁর ইখতিয়ার, তিনি সর্বশক্তিমান।

২৮৫. রসূল সে হেদায়াত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে যা তার পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সে হেদায়াতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ, ফিরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই: আমরা খোদার রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমারা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। 'হে খোদা' আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ কোন প্রাণীর উপরই তার শক্তি-সামর্থের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে, আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তার উপর পড়বে।

রَبَّنَا	لَا	تُؤَاخِذْنَآ	اِنْ	نَّسِيْنَآ	اَوْ	اَخْطَاْنَا ج	رَبَّنَا
হে আমাদের রব	না	আমাদেরকে পাকড়াও করো	যদি	আমরা ভুলে যাই	বা	আমরা ত্রুটি করে বসি	হে আমাদের রব

وَ	لَا	تَحْمِلْ	عَلَيْنَآ	اِصْرًا	كَمَا	حَمَلْتَهٗ	عَلَى	الَّذِيْنَ
এবং	না	চাপিয়েদিও	আমাদের উপর	বোঝা	যেমন	তা তুমি চাপিয়ে দিয়েছ	উপর	(তাদের) যারা

مِنْ قَبْلِنَا ج	رَبَّنَا وَ	لَا	تُحَمِّلْنَا	مَا	لَا	طَاقَةَ	لَنَا	بِهٖ ج
আমাদের পূর্বে ছিল	এবং হে আমাদের রব	না	আমাদের উপর চাপাইও	তা	নাই	শক্তি	আমাদের	যার

وَاعْفُ	عَنَّا قف	وَ	اغْفِرْلَنَا قف	وَ	ارْحَمْنَا قف	اَنْتَ	مَوْلٰنَا
এবং মোচন করে দাও (ত্রুটি)	আমাদের থেকে	এবং	আমাদেরকে ক্ষমা কর	এবং	আমাদের উপর রহম কর	তুমিই	আমাদের অভিভাবক

فَانْصُرْنَا	عَلَى	الْقَوْمِ	الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٨٦
আমাদের সাহায্যকর তাই	বিরুদ্ধে	লোকদের	(যারা) কাফের

(ঈমানদাররেরা! তোমরা এভাবে দোয়া কর) "হে, আমাদের খোদা, ভুল ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে খোদা, আমাদের উপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা, যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপায়োনা, আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমিই আমাদের মাওলা আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ

যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই সেদিন তাদের আমরা একত্রিত করব যখন তখন কেমন হবে

وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا

না তাদের কে এবং সে উপার্জন করেছে যা ব্যক্তিকে প্রত্যেক পূর্ণ দেয়া হবে এবং

يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ

শাসন ক্ষমতা দাও তুমি রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ তুমি বল জুলুম করা হবে

مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ

তুমি দাও ইজ্জত এবং ইচ্ছেকর তুমি যার থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নাও আর তুমিইচ্ছেকর যাকে

مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ

তুমি নিশ্চয় সব কল্যাণ তোমারই হাতে তুমিইচ্ছেকর যাকে লাঞ্ছিত কর. আর তুমিইচ্ছেকর যাকে

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

দিনের মধ্যে রাতকে তুমি প্রবেশ করাও ক্ষমতাবান কিছুর সব উপর

وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

মৃত হতে জীবন্তকে বের কর তুমি এবং রাতের মধ্যে দিনকে তুমি প্রবেশ করাও আবার

২৫. কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমরা তাদেরকে একত্রিত করব, যেদিনের আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরাপুরি ফলই দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।

২৬. বলঃ হে খোদা, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করা; আর যার নিকট হতে ইচ্ছা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান কর; আর যাকে চাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে রয়েছে, নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

২৭. রাতকে দিনের মধ্যে তুমিই শামিল করে দাও, আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে।জীবনহীন জিনিস হতে বের কর জীবন্ত জিনিস,

رُكُوْعَاتُهَا ٥ سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ (٣٦) اٰيَاتُهَا ٨٣

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ইয়াসীন সূরা (৩৬) তিরাশিতার আয়াত সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى

ইয়া-সীন শপথ কুরআনের (যা) হিকমতপূর্ণ (বিজ্ঞানময়) তুমি নিশ্চয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রাসূলদের (তুমি প্রতিষ্ঠিত) উপর

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

পথের সরল সঠিক (এই কোরআন) অবতীর্ণ করা পরাক্রমশালীর (পক্ষহতে) (যিনি) মেহেরবান সতর্ক কর তুমি যেন (এমন) জাতিকে

مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى

না সতর্ক করা হয়েছে তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে অতএব তারা গাফিল (হয়েআছে) নিশ্চয় উপযুক্ত হয়েছে (শাস্তির) বাণী উপর

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

তাদের অধিক অংশের সুতরাং তারা না ঈমান আনবে

রুকুঃ১

১. ইয়া-সীন।

২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ;

৩. তুমি নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন।

৪. নির্ভুল সঠিক পথের অনুসারী।

৫. (এই কুরআন) পরাক্রমশালী সর্বজয়ী ও মেহেরবান মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব।

৬. যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পার যাদের বাপ-দাদাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফলতের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

৭. এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে। এজন্যে তারা ঈমান আনে না[১]।

১. এখানে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীমের (সঃ) দাওআতের মুকাবেলায় যীদ ও হঠকারিতা সহ এ কথা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে– কোন মতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এই সব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহাদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে", এজন্যে এরা ঈমান আনছে না।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى

নিশ্চয় আমরা | আমরা লাগিয়েছি | উপর | তাদের গলদেশ সমূহের | বেড়ীসমূহ | তা তাই | (রয়েছে) পর্যন্ত

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

চিবুকগুলো (শৃংখলিত হয়ে) | তারা এজন্য | ঊর্ধমুখী (হয়ে আছে) | ﴿٨﴾ | এবং | আমরা স্থাপন করেছি | তাদের সম্মুখে

سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ

প্রাচীর | ও | পেছনে | তাদের | প্রাচীর | তাদেরকে আমরা এভাবে ঢেকে দিয়েছি | তারা অতএব

لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

না | দেখতে পায় | ﴿٩﴾ | এবং | সমান | তাদের উপর | তাদের তুমি সতর্ক কর কি | আর | নাই | তাদের সতর্ক কর তুমি

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

না | তারা ঈমান আনবে | ﴿١٠﴾

৮. আমরা তাদেরকে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, তাতে তারা থুত্‌নি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে রয়েছে। এজন্যে তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়ে রয়েছে ২।

৯. আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে খাড়া করে দিয়েছি, আর একটি প্রাচীর তাদের পিছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না ৩।

১০. তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্যে সমান। তারা মানবে না।

২. 'তওক'– গল-শৃংখল অর্থাৎ– তাদের নিজেদের হঠকারিতা, সত্যকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যা তাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "থুথনি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে" যাওয়া ও "মাথা তুলে দাঁড়িয়ে" থাকা অর্থ তারা "উদ্ধত গ্রীবা" হয়ে আছে যা অহংকার ও স্পর্ধার ফল ।

৩. এক প্রাচীর সামনে ও এক প্রাচীর পিছনে খাড়া করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে –এই অহংকার ও হঠকারিতার স্বাভাবিক ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনও কোন চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এরূপভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এরূপ পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, সেই সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত সত্যগুলিও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না যা প্রত্যেক সুস্থ্য-প্রকৃতি সংস্কারমুক্ত মানুষ সহজে দেখতে পায়।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ

প্রকৃতপক্ষে সতর্ক কর তুমি (তাকে) যে মেনে চলে উপদেশ ও ভয় করে দয়াময়কে

بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

না দেখা অবস্থায় তাকে সুতরাং দাও সুসংবাদ ক্ষমার ও প্রতিফলের সম্মানজনক আমরা নিশ্চয় জীবিতকরব (একদিন)

الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

এবং মৃতদেরকে আমরালিখে যাচ্ছি এবং যা তারা আগে পাঠিয়েছে ও তাদের কীর্তিসমূহ (যা পিছনে রেখেছে) এবং প্রত্যেক জিনিষ তা আমরা সংরক্ষিত করেছি

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۘ

মধ্যে একটি কিতাবের সুস্পষ্ট এবং দৃষ্টান্ত তাদের কাছে বর্ণনা কর একটি জনপদের অধিবাসীদেরকে

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

যখন সেখানে এসেছিল রসূলগণ যখন আমরা প্রেরণ করে ছিলাম তাদের প্রতি দুজনকে

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

তখন উভয়কে তারা মিথ্যারোপ করল আমরা সাহায্য করলাম তখন তৃতীয় জনকে দিয়ে তারা অতঃপর বলল নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে (প্রেরিত হয়েছি)

১১. তুমি তো সাবধান করতে পার সেই ব্যক্তিকে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে। তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১২. আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব! তারা যেসব কাজ করেছে তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পিছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমরা একটি উম্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

রুকূঃ২

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সেই জনবসতির কাহিনী শুনাও, যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।

১৪. আমরা তাদের প্রতি দু'জন রসূল পাঠাই, তারা এই দু'জনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পরে আমরা তৃতীয়জন সাহায্যের জন্যে পাঠালাম। তখন তাঁরা সকলেরই বললঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ

প্রকাশ্য ও গোপন জানেন তিনি ছাড়া ইলাহ নাই যিনি আল্লাহ তিনিই

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

ছাড়া ইলাহ নাই যিনি আল্লাহ তিনিই মেহেরবান দয়াবান তিনিই

هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ

পরাক্রমশালী সংরক্ষক নিরাপত্তাদাতা শান্তি অতীব পবিত্র বাদশাহ তিনি

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾

তারা শিরক করছে যা(তা)থেকে আল্লাহ পবিত্র বড়ত্ব গ্রহণকারী প্রবল

২২· তিনি আল্লাহই, তাঁহার ছাড়া কোন মা'বুদ[২১] নাই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম।

২৩· তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক-বাদশা। অতীব মহান পবিত্র[২২]। পুরাপুরি শান্তি-নিরাপত্তা[২৩]। শান্তি-নিরাপত্তা দাতা[২৪], সংরক্ষক[২৫], সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ-বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ পবিত্র মহান সেই শিরক হইতে যাহা লোকেরা করিতেছে।

২১। অর্থাৎ যিনি ছাড়া কারুর এ মর্যাদা, স্থান ও মোকাম নেই যে তার বন্দেগী ও উপাসনা করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ ও ক্ষমতা কারুরই নেই যে তার উপাস্য হওয়ার হক থাকতে পারে।

২২। অর্থাৎ তিনি এর থেকে বহুগুণে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর যে তার সত্তার কোন দোষ বা ত্রুটি বা কোন মন্দ গুণ পাওয়া যাবে ; বরং তিনি এক পরিক্রম সত্তা যাঁর সম্পর্কে কোন খারাবের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

২৩। বিপদ অথবা দুর্বলতা অথবা ত্রুটি তাঁর হতে পারে বা তাঁর পূর্ণত্বের কখনো হ্রাস ঘটতে পারে-এরূপ সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁর সত্তা উচ্চতর ও পবিত্র।

২৪। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁর সম্পর্কে নিরাপদ যে, তিনি কখনো তার প্রতি যুলুম করবেন না, অথবা তার হক নষ্ট করবেন না, অথবা তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না, অথবা তাঁর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না।

২৫। মূলে 'আল-মোহাইমিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে : প্রথমত : রক্ষণা-বেক্ষণকারী ; দ্বিতীয়তঃ পরিদর্শক, সাক্ষী যিনি দেখছেন-কে কি করছে, তৃতীয় সেই সত্তা যিনি মানুষের প্রয়োজন ও অভাব পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ

উত্তম নামসমূহ তার আছে আকৃতিদানকারী উদ্ভাবনকর্তা স্রষ্টা আল্লাহ তিনিই

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ

তিনিই এবং যমিনে ও আসমানসমূহে মধ্যে যা কিছু তারই তসবিহ করে

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾ ع

মহাবিজ্ঞ মহাপরাক্রমশালী

২৪· তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি–পরিকল্পনা রচনকারী ও উহার বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুযায়ী আকার–আকৃতি রচনাকারী। তাঁহার জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ বিদ্যমান। আসমান–যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁহার তসবীহ করে[২৬]। আর তিনি অতীব প্রবল মহা পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ–বিজ্ঞানী।

২৬। অর্থাৎ কথার ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে–তার স্রষ্টা প্রতিটি দোষ ও ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।